দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল-স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এন.এফ.এস.এফ) সংশ্লিষ্ট

তারিখ: ১৩ মে, ২০২৫

প্রতি,
মুখ্য বন সংরক্ষক এবং ক্ষেত্র আধিকারিক,
(The Chief Conservator of Forests and Field Director)
সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ,
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

<u>বিষয়</u>: সুন্দরবনের সাধারণ ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের আশু সমস্যা সমাধানে দাবিসনদ

মহাশয়,

সুন্দরবনের হাজার হাজার মৎস্যজীবী ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকার নদী-খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বন দপ্তর বা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার স্থির (settle) না করেই মাছ-কাঁকড়া ধরার উপর উত্তরোত্তর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছেন। ন্যায় বা আইনসঙ্গত পদ্ধতি ছাড়াই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম নৌকাকে মাছ ধরার লাইসেন্স (বি.এল.সি) দেওয়া, সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িতে পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহের দাবি ধারাবাহিকভাবে অগ্রাহ্য করা, খেয়াল-খুশিমতো নিষিদ্ধ এলাকা বৃদ্ধি, ব্যাপক জরিমানা করা, রসিদ ছাড়াই পারমিট বা জাল-নৌকো বাজেয়াপ্ত করা, মৎস্যজীবীদের সাথে দুর্ব্যবহার ইত্যাদি সুন্দরবনের জঙ্গল নির্ভর পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের তাদের নিজেদের বাসভূমিতে পরবাসী এবং অপরাধীতে পরিণত করেছে।

একদিকে হাজার হাজার সাধারণ মৎস্যজীবী তাদের ন্যায় ও আইনসঙ্গত জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আরেকদিকে চলেছে বি.এল.সি-র কালোবাজারি। বলা বাহুল্য, এই বি.এল.সি-গুলি যে বোট-এর জন্য দেওয়া হয়েছিল এখন সেগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই। একদিকে মাছ-কাঁকড়া ধরার উপর উত্তরোত্তর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, আরেকদিকে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় দূষণ বন্ধ করা, নদীপ্রবাহ বজায় রাখা ও নদীমোহনায় ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার রোধে বনদপ্তরের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। জঙ্গল এলাকায় ডাকাতির হাত থেকে নিরীহ মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতেও তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেন না।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের তরফ থেকে সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি-জঙ্গলে জীবিকা নির্বাহকারী মৎস্যজীবীদের বর্তমান জীবিকার সংকট নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি-সহ নিম্নলিখিত দাবিগুলি আপনার কাছে পেশ করা হল:

- প্রধান দাবি –

১) বি.এল.সি নয় সুন্দরবনের জঙ্গল নির্ভর সমস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর নদী-খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি (নবীকরণ যোগ্য বার্ষিক পারমিট) ও সুরক্ষা দিতে হবে।

২) প্রকৃত মৎস্যজীবী নির্দ্ধারণে বি.এল.সি বা জে.এফ.এম.সি অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার মতো বৈষম্যমূলক শর্ত বা রাজনৈতিক সুপারিশ চলবে না, মৎস্য দপ্তরের পরিচয়পত্র ও পদ্ধতি মানতে হবে।

৩) সুন্দরবনের জল, জঙ্গল ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

Received Contents Not verified
13-05-25
Head Clerk
Sunderban Tiger Reserve
Canning 24 Pgs.(S)

প্রধান কার্যালয় – ২৭/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯
ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.smallscalefishworkers.org

www.smallscalefishworkers.org

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল-স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এন.এফ.এস.এফ) সংশ্লিষ্ট

- আনুষঙ্গিক দাবি –

৪) সুন্দরবনে ৩ মাস মাছধরা বন্ধ থাকার সময় প্রতিটি জঙ্গলনির্ভর প্রকৃত মৎস্যজীবীকে মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে মোট ১৫,০০০ টাকা জীবিকা সহায়তা দিতে হবে।

৫) অবিলম্বে বি.এল.সি-র কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে।

৬) মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার স্থির (settle) না করে জরিমানা ও বাজেয়াপ্তিকরণ চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

৭) জীবিকা নির্বাহের এবং জীবন-সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নৌকায় রাখতে দিতে হবে।

৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, নৌকাডুবি, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ, ইত্যাদি কারণে যে সকল মৎস্যজীবী প্রাণ হারিয়েছেন, কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন বা অসুস্থ হয়েছেন, অথবা যাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁদের বা তাঁদের পরিবারকে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত মাসিক ভাতা, চিকিৎসা সহায়তা, আইনানুগ ক্ষতিপূরণ ও বীমার সহায়তা দিতে হবে।

৯) নিরীহ মৎস্যজীবীদের ডাকাতির হাত থেকে বাঁচাতে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধন্যবাদসহ -

আবদার মল্লিক
(৯৯৩২৪২৮০৭৫)
সম্পাদক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

মিলন দাস
(৯৮০০২৬৬২৬৫)
সাধারণ সম্পাদক

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

অন্যান্য স্বাক্ষরকারীগণ: -

ক্রম	নাম	ঠিকানা	যোগাযোগ নং
১)	[illegible] মণ্ডল	[illegible] কলোনী	8116741571
২)	[illegible] বিশ্বাস	সন্দেশখালি	7699723282
৩)	পারুল হালদার	[illegible]	8536874463
৪)	সুমন মণ্ডল	কালিদাসপুর	8967157904
৫)	[illegible]	পুরাতন [illegible]	7864070210
৬)	[illegible]	[illegible]	
৭)	[illegible]	[illegible]	9775195948
৮)	অভিজিৎ বিশ্বাস	সোনাখালি	9732645350
৯)	গীতা [illegible]	[illegible] জুবিলী	8436574911
১০)	[illegible]	[illegible]	9732604674

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা – ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স – ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯

ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.smallscalefishworkers.org

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং - ২০৪৭৪/৯২

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল-স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এন.এফ.এস.এফ) সংশ্লিষ্ট

তাং ২৩-০৪-২০২৫

মাননীয় ফিল্ড ডাইরেক্টর,
সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ,
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিষয়ঃ ডেপুটেশনের তারিখ মুলতুবির অনুরোধ

মাননীয় মহাশয়,

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আমরা আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে ক্যানিং সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ সদর দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে পারছি না। মে মাসের ১৩ তারিখ নাগাদ আপনার সুবিধাজনক একটি তারিখে ডেপুটেশনের সময় দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানোর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

ধন্যবাদান্তে —

তপন মন্ডল
তপন মন্ডল
সম্পাদক,
গোসাবা ব্লক শাখা, ডি.এম.এফ,
ফোন: 8116741571

আবদার মল্লিক
আবদার মল্লিক
সম্পাদক,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখা, ডি.এম.এফ
ফোন: 9932428075

Received Contents Not Verified
23-4-25
Head Clerk
Sunderban Tiger Reserve
Canning 24 Pgs (S)

Sub-Divisional Office
Received
23 APR 2025
Canning, South 24 Parganas

দক্ষিণ ২৪ পরগনা মৎস্যজীবী ফোরাম

দক্ষিণ বঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২
কার্যালয়ঃ – রামরামপুর (হালদারপাড়া), পোষ্ট - ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন -
মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫ ; ইমেলঃ dmfs24pgs@gmail.com
গোসাবা ব্লক শাখা অফিসঃ- গ্রাম+ পোস্ট ঃ- আরামপুর , ব্লক +থানা – গোসাবা , জেলা – দঃ ২৪পরগনা,
পিন – ৭৪৩৩৭০

Date: 23.04.2025

To: The Sub-Divisional Officer,
Canning, South 24 Parganas

বিষয় - সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কার্যালয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি তারিখ মুলতুবির অনুরোধ

মাননীয় মহাশয়,

অনিবার্য কারণে আগামী 24.04.2025 তারিখে আমরা সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কার্যালয়, ক্যানিং এ ডেপুটেশন-প্রদান কর্মসূচি পালন করতে পারছি না, যে কারণে ১০ তারিখ নাগাদ ঐ কর্মসূচি পালন করা হবে, এবং তার পূর্বে সঠিক তারিখ আপনাদের অবহিত করা হবে, অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানোর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

ধন্যবাদান্তে

তপন মন্ডল
সম্পাদক,
গোসাবা ব্লক শাখা,
ডি.এম.এফ.
মো: 8116741571

আবদার মল্লিক
সম্পাদক,
দক্ষিণ-২৪ পরগনা শাখা,
ডি.এম.এফ.
মো: 9932428075

রিপোর্ট– দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম কর্তৃক ফিল্ড ডিরেক্টর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ-এ প্রতি দাবিসনদ পেশ এবং উক্ত ফিল্ড ডিরেক্টরের সাথে আলাপ-আলোচনা

স্থান – ফিল্ড ডিরেক্টর ও মুখ্য বন সংরক্ষক কার্যালয়, ক্যানিং

তারিখ ও সময় – মঙ্গলবার, ১৩/০৫/২০২৫, দুপুর ১২-৩০ থেকে ১-৩০

কার্যবিবরণী - সর্বপ্রথমে, উপস্থিত প্রতিনিধিদল তাঁদের পরিচয় জানান এবং ফিল্ড ডিরেক্টর (এফডি) মহাশয়ের হাতে দাবিসনদ তুলে দেওয়া হয়। তারপর ইউনিয়নের তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস এই দাবিসনদের ভিত্তিতে বিশদে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকার সমস্যা ও সেই সমস্যা সৃষ্টিতে বনদপ্তরের অপভূমিকার দিকগুলি তিনি তুলে ধরেন। তিনি অত্যুচ্চ হারে ও বেআইনিভাবে বিএলসি ভাড়ায় খাটানো এবং তা থেকে উদ্ভূত বিএলসি কেন্দ্রিক কালোবাজারির কারণে সুন্দরবনের প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জীবিকার-সংকটের কথা তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, এবং এ-ও বলেন ১৯৮০-র দশকে চালু হওয়া এই ব্যবস্থার কোনো আইনি বা প্রশাসনিক ভিত্তি নেই। এছাড়াও, এই প্রসঙ্গে তিনি এ-ও বলেন যে, যে নৌকাগুলির ভিত্তিতে বিএলসি দেওয়া হয়েছিলো, কালের নিয়মে সেই নৌকাগুলির আর কোনো অস্তিত্ব নেই, তবু সেই নৌকাগুলির ভিত্তিতে দেওয়া বিএলসি-গুলি চালু রয়েছে, যা এক অবান্তর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

আলোচনার সূত্রপাতের পর ফিল্ড ডিরেক্টর মহাশয় প্রাথমিকভাবে বলেন যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও সুন্দরবন মূলতঃ কৃষিনির্ভর, মৎস্যচাষ সামান্যই হয়। উত্তরে মিলন দাস মহাশয় বলেন যে এই ধারণা সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সঠিক নয়। এখানকার জমি চাষের জন্য উপযোগী বা সুফলা নয়। ১৯৮০-র দশক থেকে বেড়ে চলা চিংড়ি-চাষ, একের পর এক আয়লা-আমফানের মতো দুর্যোগের কারণে সুন্দরবনে অজস্র কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলিতে আর চাষ করা যায় না, বা গেলেও নামমাত্রই যায়। প্রকারান্তরে, এখনো সুন্দরবনে মাছ ধরে জীবিকার নির্বাহ করা যায় বলেই মৎস্যজীবীরা আজও সেখানে রয়েছেন, আজও এসটিআর-এর আওতাধীন এলাকায় মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকার নির্বাহ করছেন ৫০ হাজারের অধিক মৎস্যজীবী; নচেৎ, যেমন তিনি বলেন, সেই মৎস্যজীবীরাও ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতেন।

বিএলসি ব্যবস্থার বিষয়ে এফডি, এসটিআর বলেন যে, তাঁর জানা অনুসারে, বিএলসি ব্যবস্থার সূত্রপাত ১৯৪০-এর দশকে, এবং সেই সময়ে কারা নৌকা নিয়ে জঙ্গলে মাছ-কাঁকড়া ধরতে যেতেন, সেই হিসাব অনুসারে। তিনি এ-ও বলেন যে বর্তমানে ৬৯১-টি বিএলসি সক্রিয় রয়েছে, এবং অনেকগুলি বিএলসি যে উচ্চ ভাড়ায় খাটানো হয়, এ বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল। এর পর, এফডি মহাশয় পর্যটনব্যবস্থার ইতিবাচক কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেন, বিশেষ করে স্থানীয়দের পর্যটনশিল্পে 'আনস্কিলড ওয়ার্কার' হিসাবে কর্মসংস্থানের দিকটি।

প্রত্যুত্তরে ইউনিয়নের এবং সুন্দরবনের সাধারণ মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে মিলন দাস পর্যটনের ফলে যে চরম ক্ষতি হচ্ছে সুন্দরবনের পরিবেশ, মৎস্য ও জল-সম্পদের এবং ফলত মৎস্যজীবীদের, তা তুলে ধরেন। টাইগার

রিজার্ভ অঞ্চলের জঙ্গলে মৎস্যজীবীদের এমনকি অনুমিত এলাকাতেও মেশিনচালিত নৌকা নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না, এমনকি বৃহত্তর সুন্দরবন ব-দ্বীপ, এসটিআর-এর আওতার বাইরে থাকা সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট অঞ্চল এবং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অঞ্চলে ৫ হর্স পাওয়ার অবধি ইঞ্জিন অনুমিত। এদিকে সুন্দরবনের সংবেদনশীল এলাকায় যে ট্যুরিস্ট ভেসেল-গুলির আনাগোনা অবাধ, সেগুলির ইঞ্জিন হয় ১১০ হর্স পাওয়ার। পর্যটনের মরশুমে দিনে শতশত এই বৃহৎ ইঞ্জিনবিশিষ্ট ট্যুরিস্ট ভেসেল সুন্দরবনের জলপথে চলাচল করে। ভেসেওলগুলি থেকে ডিজেল চুঁইয়ে ও লিক করে পড়ে জলের ক্ষতি হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদের উপর পরিবেশ দূষণের প্রভাব তুলে ধরেন। তিনি জানান, কীভাবে 'দিশা'-র একটি গবেষণা দেখাচ্ছে যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলে জলদূষণের কারণে সুন্দরবনের মাছেও প্রবল পরিমাণে পারা ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও, এই প্রতিবেদক এবং মিলন দাস কেন্দ্রীয় কোস্টাল রেগুলেটরি জোন (সিআরজেড) বিজ্ঞপ্তি উল্লঙ্ঘন করে নদীর ধারে অজস্র হোটেল গজিয়ে ওঠার দিকটিও তুলে ধরেন।

এই প্রসঙ্গেই আলোচনা আরো কিছুদূর নিয়ে গিয়ে মিলন দাস মহাশয় বলেন যে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে সংরক্ষিত রাখা মৎস্যজীবীদের নিজেদের জীবিকার কারণেই তাঁরা যুগ যুগ ধরে প্রথাগত ভাবে করে এসেছেন। যেমন, কোনো একটি চড়ার আশেপাশে মাত্র দুইটি নৌকায় দুইধিক ধরে (এক একটি এক এক দিক ধরে) জাল ফেলেন; আবার, বিশেষত 'ক্যান্যু ফিশিং'-এর ক্ষেত্রে, কোথাও বেশি মাছ দেখা গেলে প্রথম দিকে যাঁরা সেগুলি ধরতে যান, তাঁরাই সেগুলি ধরেন, যাতে এই নিয়ে বচসা বা বিবাদ উৎপন্ন না হয় বা মৎস্যসম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। তিনি এ-ও বলেন যে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধির জন্য কী কী করণীয়, তা নিয়ে গবেষণারও প্রয়োজনে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, এফডি, এসটিআর বলেন যে নদীয়া জেলার বিশেষতঃ টাকি অঞ্চল থেকে সুন্দরবনে প্রবাহমান নদীখাতগুলি সংস্কারের একটি সরকারি প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন যে মিষ্টি জল সুন্দরবনের জলরাশিতে আসা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এবং তা আবার সচল ও প্রবহমান করতেই এই উদ্যোগ।

এর পর মিলন দাস মহাশয় বলেন যে সুন্দরবনের অরণ্যনির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার কখনোই সেটল (নিষ্পত্তি) করা হয় নি। পরিবর্তে, বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তথাকথিত 'বৈধ'-ভাবে মাছ ধরার এলাকা ক্রমশঃ সংকোচন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি পশ্চিম সুন্দরবনের রাইদিঘি, মাতলা প্রমুখ ফরেস্ট রেঞ্জ অঞ্চলে এসটিআর-এর আশু প্রসারের বিষয়টি তুলে ধরেন। সেই প্রসঙ্গে ফিল্ড ডিরেক্টর মহাশয় বলেন যে এই প্রসারের পরিকল্পনা ন্যাশনাল টাইগার কনজার্ভেশন অথরিটির থেকে সবুজবাতি পেলেও এখনো কেন্দ্রীয় ওয়াইল্ডলাইফ (কনজার্ভেশন) বোর্ড-এর দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেন যে এর থেকে মাছ-ধরার এলাকার কোনো সংকোচন হবে না।

উত্তরে মিলন দাস মহাশয় বলেন যে নতুন কোনো এলাকা এসটিআর-এর দখলভুক্ত হলে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের উপর বিধিনিষেধ শিথিল থাকলেও ক্রমে তা বজ্র-আঁটুনির সমতুল হয়ে ওঠে – এবং সেই আশঙ্কাই এক্ষেত্রেও প্রকট। এরপর তিনি মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের করে চলা বিভিন্ন অত্যাচার – বর্ধমান অঙ্কের জরিমানা, জাল ও সরঞ্জাম কেড়ে নেওয়া – এই দিকগুলি ফুটিয়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদক সংযোজন

করেন যে, জাল বা সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার পর বনদপ্তর কোনো রসিদ দেয় না, ফলে মৎস্যজীবীদের হয়রান হয়ে বনদপ্তরের স্থানীয় অফিসগুলিতে ঘুরতে হয়। এর উত্তরে এফডি মহাশয় বলেন যে, বাজেয়াপ্ত করার পর রসিদ দিতে গেলে তা থেকে আইনি প্রক্রিয়া তথা মোকদ্দমা চালু করতে হয় দপ্তরকে, এর থেকে মৎস্যজীবীদের আরও সমস্যা হয়। সেই কারণেই, যেমন তিনি বলেন, অবৈধ বনপ্রবেশ করে ধরা পড়লে রসিদ ছাড়াই সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এরপর, জীবিকার অধিকারের নিষ্পত্তির বিষয়ে, এফডি মহাশয় জেএফএমসি-র তাৎপর্য ও ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করে বলেন যে, সুন্দরবনে ৫০০-জনেরও মতো জেএফএমসি সদস্য রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তথাকথিত জেএফএমসি-সদস্যদেরকেই আগামীতে সুন্দরবনে মাছ ধরার অনুমতি দেওয়া হবে – এমন প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে – যদিও তিনি সরাসরি একথা বলেন নি। উত্তরে মিলন দাস মহাশয় জানান যে জেএফএমসি সদস্যতা দিয়ে কে প্রকৃত মৎস্যজীবী, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। জেএফএমসি-ভুক্ত নয় এমন অঞ্চলের মৎস্যজীবীরাও সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়া ধরতে আসেন। এছাড়াও, এমনকি জেএফএমসি-ভুক্ত গ্রামেও সকল মৎস্যজীবীই যে জঙ্গলের থেকে নির্দিষ্ট কোনো দূরত্বের মধ্যেই কেবলমাত্র বসবাস করেন – এমনটিও একেবারেই নয়।

এরপর, ডেপুটেশন অনুসারে বাঘের আক্রমণে নিহতদের ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কলকাতা হাইকোর্টের ক্ষতিপূরণের আদেশগুলিকে তাঁরা সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করবেন না। এর আগে গত ০৭/০৫/২০২৫ তারিখে আদালতেও একটি শুনানির আগে এই প্রতিবেদককে সেই একই কথা বলেছিলেন বনদপ্তর তথা এসটিআর-নিয়োজিত সিনিয়র আইনজীবী।

এরপর, নিহত মৎস্যজীবীদের বীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি তুলি ধরে এই প্রতিবেদক। আমি বলি যে ২০১৭-র আগে অবধি জনতা পলিসি চালু ছিলো মৎস্যজীবী বীমার ক্ষেত্রে। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় মৎস্য অধিকরণ থেকে রাজ্য মৎস্য অধিকরণে সরকারি চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়ে জনতা পলিসি ও প্রধান মন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (পিএমএসএসবিওয়াই) একীভূত করার। কিন্তু তা না করে ২০২০ সালে বেনফিশ রাজ্যের ও জেলার সকল মুখ্য ও সহযোগী মৎস্য আধিকারিকদের ২০১৭-র কেন্দ্রীয় সরকারি চিঠিটির অপব্যখ্যা করে বলে যে জনতা পলিসি বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সেই বাবদ ২০১৭-র পরের কোনো বীমার ক্লেইম যেম গ্রাহ্য না করা হয়। এই প্রসঙ্গে এফডি মহাশয় প্রশ্ন করেন যে আগের মতো এখনো মৎস্যজীবীদের এই বীমা করা বাধ্যতামূলক রয়েছে কি না, এবং এর উত্তরে উপস্থিত ডিএমএফ গোসাবা ব্লক সম্পাদক তপন মণ্ডল জানান যে, না, তেমনটি আর নেই।

এরপর, মাছ-কাঁকড়া ধরার নতুন অনুমতিপত্র কেমন হবে – তা ব্যক্তিভিত্তিক হবে, না পূর্ববৎ নৌকা-ভিত্তিক, যেখানে নৌকা-মালিক ও সহ-মৎস্যজীবীদের নাম থাকবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। মধু আহরণের অনুমতিপত্রের দিকে ইঙ্গিত দেন এসটিআর মহাশয়। মধু আহরণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিবিশেষে পাশ দেওয়া হয় বনদপ্তর থেকে, কিন্তু তাতেও নৌকার রেজিস্ট্রেশন নং, বিএলসি-নং ইত্যাদি উল্লেখিত থাকে। তখন, মিলন দাস মহাশয় এবং উপস্থিত মৎস্যজীবীদের মধ্যে সঞ্জয় বিশ্বাস (গ্লাসখালী), সুপদ মণ্ডল (কালিদাসপুর), বিষয়টি এই মর্মে প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে

তোলেন এসটিআর ফিল্ড ডিরেক্টরের সামনে – বর্তমান ব্যবস্থায় বিএলসি ও ফরেস্ট পার্মিটে বিএলসি-ধারক ও সহ-মৎস্যজীবীদের নাম থাকে। যে ৩-৪-জন সহ-মৎস্যজীবী হিসাবে নথিভুক্ত হন বিএলসি-র সাথে, তাঁরা যে প্রত্যেকেই সেই দলের সাথে মাছ ধরতে যেতে পারেন, তা নয়। অসুস্থতা ও নানান কারণে, তাঁদের পরিবর্তে অন্য কোনো মৎস্যজীবীকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে, বর্তমান ব্যবস্থায় সেই পরিবর্তিত মৎস্যজীবীর নাম নথিভুক্ত করা বা এই ধরনের পরিবর্তন করার কোনো পদ্ধতি বা উপায় নেই। এর ফলে, তথাকথিত 'অবৈধ' বনপ্রবেশের দায় এসে পড়ে নিরপরাধ মৎস্যজীবীদের উপর।

এরপর, আলোচনার শেষ বিন্দু হিসেবে ডিএমএফ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক আবদার মল্লিক মহাশয় বর্তমানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উদ্ভূত আরেকটি গুরুতর সমস্যার কথা উল্লেখ করে, তা হল, ২০২৪-২৫-এর মরশুম থেকেই, এসটিআর আদেশনামা তাং ২৪/০৬/২০২৪ ('ফিশিং অর্ডার'-২০২৪) অনুসারে সুন্দরবনের এসটিআর-ভুক্ত এলাকার মৎস্যজীবীদের নৌকার খোলা সাদা দাগ টানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই দাগ না থাকলে নৌকাগুলিকে, এবং, তদসহ, নৌকারূঢ় মৎস্যজীবীদের, জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তা শুনে, এফডি মহাশয় বলেন যে অন্ধকারে আলো জ্বেলে যাতে নৌকাগুলি দেখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এই সাদা দাগের নিদান। তখন, মিলন দাস মহাশয় এই বিষয়ের আইনি ও বাস্তবিক সমস্যাটি এই মর্মে তুলে ধরেন – কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুসারে, সামুদ্রিক ক্ষেত্রে চলাচলরত ও ভাসমান সকল জলযানের খোল বরাবর কমলা দাগ টানা দেশের সুরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক। সেহেতু, ভারতীয় নৌসেনা সকল সমুদ্রের সকল জলযানের গায়ে এই কমলা দাগ দেখতে চায়। সুন্দরবনের জলরাশীও সামুদ্রিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নৌকাতেও এই কমলা দাগ না থাকলে মৎস্যদপ্তর থেকে নৌকা রেজিস্ট্রেশন করে না, সেই ধরনের নৌকার মাধ্যমে জীবিকার নির্বাহ করা মৎস্যজীবীদেরও মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র দেওয়া থেকে বিরত থাকে। অতএব, এই কমলা দাগ-বিষয়ক কেন্দ্রীয় আইন ও আইনি বাধ্যতার পর আবার এসটিআর-স্তরে নৌকার খোল বরাবর সাদা দাগ টানার বিষয়টি আঞ্চলিক মৎস্যজীবীদের মধ্যে চরম বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে।

এই শেষ বিষয়টি ডেপুটেশনে লিখিত ছিল না, কিন্তু এটি এর আগে গত ২০২৪ সালে মৎস্যদপ্তর ও বনদপ্তরকে দেওয়া ডিএমএফ-এর চিঠি এবং গণ-ডেপুটেশনটিতে উল্লেখিত ছিলো। একমাত্র এই বিষয়টি নিয়েই এফডি, এসটিআর স্পষ্ট, যদিও মৌখিক, প্রতিশ্রুতি দেন যে বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন।

এর পর, পারস্পরিক সৌজন্যবিনিময়ের মাধ্যমে ডেপুটেশন-বাবদ বৈঠকটি শেষ হয়। তারপর, এসটিআর কার্যালয়ের বাইরে উপস্থিত যে ৩-জন মৎস্যজীবী স্থানাভাবে ফিল্ড ডিরেক্টরের কক্ষে প্রবেশ করতে পারেন নি, তাঁদেরকে, এবং উপস্থিত বাকি সকলকে এই বৈঠকের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণী দেন এই প্রতিবেদক।

এইভাবে ১৩/০৫/২০২৫ তারিখের দুপুর ২-টো নাগাদ উপরে বর্ণিত ডেপুটেশন-কর্মসূচি সমাপন হয়। আলোচ্য ডেপুটেশন-প্রদান ও বৈঠক কার্যক্রমের পর এসটিআর অফিসের সামনে গৃহীত একটি ছবি নীচে দেওয়া হল –

ডেপুটেশনের রিসিভিং-সহ প্রতিলিপি - প্রাপ্তিস্বীকৃতি-সহ আলোচ্য দাবিসনদের ছায়াপ্রতিলিপিটি নীচে দেওয়া হল। এটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় উপস্থিতি-তালিকাও রয়েছে। উল্লেখ্য, এই বিষয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ আইনগত পরিকল্পনার নিরিখে এই প্রতিবেদক এই দাবিসনদে সই করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন।

13/5/2025

পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল-স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এন.এফ.এস.এফ) সংশ্লিষ্ট

তারিখ: ১৩ মে, ২০২৫

প্রতি,
মুখ্য বন সংরক্ষক এবং ক্ষেত্র আধিকারিক,
(The Chief Conservator of Forests and Field Director)
সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ,
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিষয়: সুন্দরবনের সাধারণ ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের আশু সমস্যা সমাধানে দাবিসনদ

মহাশয়,

সুন্দরবনের হাজার হাজার মৎস্যজীবী ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকার নদী-খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বন দপ্তর বা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার স্থির (settle) না করেই মাছ-কাঁকড়া ধরার উপর উত্তরোত্তর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছেন। ন্যায় বা আইনসঙ্গত পদ্ধতি ছাড়াই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম নৌকাকে মাছ ধরার লাইসেন্স (বি.এল.সি) দেওয়া, সুন্দরবনের নদী-খাঁড়িতে পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহের দাবি ধারাবাহিকভাবে অগ্রাহ্য করা, খেয়াল-খুশিমতো নিষিদ্ধ এলাকা বৃদ্ধি, ব্যাপক জরিমানা করা, রসিদ ছাড়াই পারমিট বা জাল-নৌকো বাজেয়াপ্ত করা, মৎস্যজীবীদের সাথে দুর্ব্যবহার ইত্যাদি সুন্দরবনের জঙ্গল নির্ভর পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের তাদের নিজেদের বাসভূমিতে পরবাসী এবং অপরাধীতে পরিণত করেছে।

একদিকে হাজার হাজার সাধারণ মৎস্যজীবী তাদের ন্যায় ও আইনসঙ্গত জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, আরেকদিকে চলেছে বি.এল.সি-র কালোবাজারি। বলা বাহুল্য, এই বি.এল.সি-গুলি যে বোট-এর জন্য দেওয়া হয়েছিল এখন সেগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই। একদিকে মাছ-কাঁকড়া ধরার উপর উত্তরোত্তর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে, আরেকদিকে সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় দূষণ বন্ধ করা, নদীপ্রবাহ বজায় রাখা ও নদীমোহনায় ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার রোধে বনদপ্তরের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। জঙ্গল এলাকায় ডাকাতির হাত থেকে নিরীহ মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতেও তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেন না।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের তরফ থেকে সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি-জঙ্গলে জীবিকা নির্বাহকারী মৎস্যজীবীদের বর্তমান জীবিকার সংকট নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি-সহ নিম্নলিখিত দাবিগুলি আপনার কাছে পেশ করা হল:

- প্রধান দাবি –

১) বি.এল.সি নয় সুন্দরবনের জঙ্গল নির্ভর সমস্ত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীর নদী-খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি (নবীকরণ যোগ্য বার্ষিক পারমিট) ও সুরক্ষা দিতে হবে।

২) প্রকৃত মৎস্যজীবী নির্দ্ধারণে বি.এল.সি বা জে.এফ.এম.সি অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার মতো বৈষম্যমূলক শর্ত বা রাজনৈতিক সুপারিশ চলবে না, মৎস্য দপ্তরের পরিচয়পত্র ও পদ্ধতি মানতে হবে।

৩) সুন্দরবনের জল, জঙ্গল ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

Received Contents Not verified
13-05-25
Head Clerk
Sundarban Tiger Reserve
Canning 24 Pgs.(S)

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং – ২০৪৭৪/৯২

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল-স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (এন.এফ.এস.এফ) সংশ্লিষ্ট

- আনুষঙ্গিক দাবি –

৪) সুন্দরবনে ৩ মাস মাছধরা বন্ধ থাকার সময় প্রতিটি জঙ্গলনির্ভর প্রকৃত মৎস্যজীবীকে মাসিক ৫,০০০ টাকা হারে মোট ১৫,০০০ টাকা জীবিকা সহায়তা দিতে হবে।

৫) অবিলম্বে বি.এল.সি-র কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। .

৬) মৎস্যজীবীদের জীবিকার অধিকার স্থির (settle) না করে জরিমানা ও বাজেয়াপ্তিকরণ চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

৭) জীবিকা নির্বাহের এবং জীবন-সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নৌকায় রাখতে দিতে হবে।

৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, নৌকাডুবি, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ, ইত্যাদি কারণে যে সকল মৎস্যজীবী প্রাণ হারিয়েছেন, কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন বা অসুস্থ হয়েছেন, অথবা যাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁদের বা তাঁদের পরিবারকে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত মাসিক ভাতা, চিকিৎসা সহায়তা, আইনানুগ ক্ষতিপূরণ ও বীমার সহায়তা দিতে হবে।

৯) নিরীহ মৎস্যজীবীদের ডাকাতির হাত থেকে বাঁচাতে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধন্যবাদসহ -

আবদার মল্লিক

মিলন দাস

আবদার মল্লিক
(৯৯৩২৪২৮০৭৫)
সম্পাদক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি

মিলন দাস
(৯৮০০২৬৬২৬৫)
সাধারণ সম্পাদক

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

অন্যান্য স্বাক্ষরকারীগণ: -

ক্রম	নাম	ঠিকানা	যোগাযোগ নং
১)	তপময় মন্ডল	জেটি কলোনী	8116741571
২)	সত্যেন্দ্র বিশ্বাস	[illegible]	7699723287
৩)	পারুল হালদার	[illegible]	8536874463
৪)	সুমন মন্ডল	কালিদাসপুর	8967757704
৫)	তারকনাথ সরদার	পুরাতন জাবরী	7864070210
৬)	শ্যামল বর	[illegible]	
৭)	ইলিয়াস মোল্লা	যোগেন্দ্রপুর	9775195948
৮)	অভিজিৎ বিশ্বাস	সোনাখালী	9732645350
৯)	প্রীতি সর্দার	[illegible] জুবিলী	9436574911
১০)	[illegible]	[illegible]	9732604674